সংবাদ

তারিখ ... 30/5/85 ...
পৃষ্ঠা ... 5 কলাম ...

031

পাঠ্যবিষয়ের চাপে

সিলেবাস অর্থাৎ পাঠ্যবিষয়ের প্রচণ্ড চাপে সাধারণ মানুষের বিদ্যাশিক্ষা লাভের আশা শেষ হতে চলেছে। এই চাপ গোড়া থেকে আগা পর্যন্ত সব পর্যায়ে সমান। চাপ সাংঘাতিকভাবে পড়েছে প্রাথমিক পর্যায়ে। সেখানে বর্ণপরিচয় শেষ করতে না করতেই শিশুদের উপর চাপানো হয়েছে বাংলা, অংক, ইংরেজীর কয়েকটা বই ছাড়াও বিবিধ বিষয়ের একটা বই। নানা বিষয়ের এই একটা বই-ই কচি বাচ্চাদের মাথা ঘুলিয়ে দেয়ার জন্য যথেষ্ট। এ বইয়ে রয়েছে ভূগোল, ইতিহাস নামে ইসলাম ধর্মের কিছু কথা, প্রকৃতি বিজ্ঞান, উদ্ভিদ বিজ্ঞান, স্বাস্থ্যতত্ত্ব। এতগুলো বিষয় কচি বাচ্চাদের পক্ষে আয়ত্ত করা যে কঠিন সেটা ভেবে দেখা উচিত।

মাধ্যমিক পর্যায়ের পাঠ্যসূচীতে ঢোকানো হয়নি এমন বিষয় বা শাস্ত্র আজো এ পৃথিবীতে উদ্ভাবিত হয়নি। আদি থেকে আধুনিক যুগ পর্যন্ত সর্বকালের সকল বিদ্যার পাঠ দেয়ার উদ্দেশ্য নিয়ে তৈরী করা হয়েছে এমন সব পাঠ্যবই, যা শিক্ষিত বয়স্ক ব্যক্তিদের কাছে রীতিমতো দুর্বোধ্য। এসব বই যাঁরা লিখেছেন, কেবলমাত্র তাঁরাই বোধ হয় পারেন বই-এর লেখার অর্থ বুঝাতে। নিজেদের পাণ্ডিত্য জাহির করে লিখতে গিয়ে তাদের খেয়ালের মধ্যেই থাকেনি যে, তাঁরা যা লিখছেন তার পাঠক সকল বিদ্যা অধিকারী বড় বড় বিদ্বানেরা নন অল্প বয়সের ছেলেমেয়েরা। লেখকদের মতো প্রকাশক এবং শিক্ষার নীতি নির্ধারণকারী কর্তৃপক্ষও নিজেদের অভিনবত্ব দেখাতেই ব্যস্ত থেকেছেন, দেশের বাস্তব অবস্থা, দেশবাসীর জীবনযাত্রার বিষয় তারা চিন্তা করেননি এবং অল্প বয়সের শিক্ষার্থীদের মনের ছবিও দেখার চেষ্টা করেননি।

মানবিক, বিজ্ঞান ও বাণিজ্য বিষয়ের সবকিছু মিলিয়ে তৈরী করা হয়েছে মাধ্যমিক পাঠ্যক্রম। ষষ্ঠ থেকে অষ্টম শ্রেণী অবধি পাঠ্যবিষয়গুলোর মধ্যে আছে মাতৃভাষা ছাড়াও দু'টো বিদেশী ভাষা, অংক, সমাজ বিজ্ঞান, সাধারণ বিজ্ঞান, ধর্ম। গণিত, জ্যামিতি, বীজগণিত, পরিসংখ্যানসহ অংক শাস্ত্রের কোন দিক ছেড়ে কথা কননি পাঠ্যসূচী প্রণয়নকারী কর্তৃপক্ষ। কলেজ বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের নীচের দিকের ছাত্রছাত্রীদের যা বুঝে উঠা সম্ভব নয় সেসবও স্থান পেয়েছে মাধ্যমিক স্কুল পর্যায়ের অংকের বইগুলোতে। সমাজ বিজ্ঞান বই-এ রাখা হয়েছে এমন সব পাঠ যা মানবজাতির বিবর্তন, কৃষ্টি, ধর্ম ও রাজনৈতিক ইতিহাস, রাষ্ট্রনীতি ও পৌরনীতি সম্পর্কিত তত্ত্বে ভরা। আর সাধারণ বিজ্ঞান বই-এ পদার্থ, রসায়নবিদ্যা, উদ্ভিদ বিজ্ঞান, প্রাণিবিদ্যা, স্বাস্থ্য ও পুষ্টিতত্ত্ব ছাড়াও রয়েছে আরো কিছু। অপরিণত মস্তিষ্কে বিজ্ঞানের সব তত্ত্ব ঢুকিয়ে দেয়ার সব আয়োজনই রেখেছেন পাঠ্যসূচী প্রণয়নকারী কর্তৃপক্ষ। অথচ এটুকু তাঁরা ভাবেননি এত বই পড়বে কারা এবং পড়ানোর শিক্ষক কোথায় মিলবে? অধিকাংশ স্কুলেরই তো সামর্থ্য নেই এত শিক্ষক রাখার।

চূড়ান্ত পর্যায়ে সার্টিফিকেট পরীক্ষার জন্য নবম ও দশম শ্রেণীর সমন্বিত পাঠ্যক্রম আরো ভয়ংকর অবস্থা সৃষ্টি করেছে। চূড়ান্ত পরীক্ষার এক হাজার নম্বর আগের মতো রাখা হলেও মানবিক, বিজ্ঞান, বাণিজ্য, কৃষি সম্পর্কিত সকল বিষয় মিলিয়ে এক করে দেয়া হয়েছে। এই একত্রীকরণের ফলে পরীক্ষার্থীদের সব বিষয়ের সব বই পড়ে পরীক্ষায় অংশ নিতে হবে। অবশ্য পাঠ্যবিষয়ে নির্ধারিত হয়েছে বাংলা (২০০ নম্বর), ইংরেজী (২০০ নম্বর), বিজ্ঞান (২০০ নম্বর), ইতিহাস, ভূগোল, অর্থনীতি (২০০ নম্বর), অংক (১০০ নম্বর)। আর ঐচ্ছিক চারটি বিষয়ের মধ্যে আছে পৌরনীতি, গার্হস্থ্য অর্থনীতি, ধর্ম/সঙ্গীত এবং নৈর্বাচনিক গণিত—এগুলোর মধ্যে যেকোন একটি বিষয় প্রার্থীকে বেছে নিতে হবে এবং তার জন্যে ১০০ নম্বর নির্দিষ্ট আছে।

এপ্রিলের তৃতীয় সপ্তাহ অবধি বিজ্ঞানের বই বাইরে বের হয়নি। ছাত্র-ছাত্রীদের হাতে সে বই পৌঁছাতে আরো অন্ততঃ তিন চার সপ্তাহ সময় লাগবে। অথচ তাদেরকে এই বিশাল পাঠ্যসূচী শেষ করে নির্ধারিত সময়ে পরীক্ষা দিতে হবে। বিজ্ঞানের সকল বিদ্যা এমনকি মহাশূন্য, পরমাণু বিজ্ঞান, রেডিও আইসোটোপ তত্ত্ব দিয়ে ভরা হয়েছে বইটা। [illegible] পরীক্ষার সমতুল্য বাংলা- [illegible] দেশের মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট পরীক্ষার প্রার্থীদের এসবই পড়ে পাস করতে হবে। একশ' নম্বরের আরো একটা বিষয় জুড়ে দেয়া হয়েছে, যার পরীক্ষা বোর্ড নেবেন না এবং সে বিষয়ের কোন নম্বরও পরীক্ষার্থীদের মার্কশীটে তোলা হবে না। স্কুলের পাসই পাস বলে গণ্য করা হবে। তবে সবাইকে বিষয়টা নিতে হবে। খেলাধুলা, শরীরচর্চা, শারীরিক শিক্ষা এবং দলগত কাজ অর্থাৎ স্কাউট বা গাইড এগুলোর সবই এই একটি বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত করার উদ্দেশ্য নাকি ছাত্রছাত্রীদের বইপুস্তকের শিক্ষার বাইরেও অন্যান্য বিষয়ের ব্যাপারে উদ্বুদ্ধ করা। খেলার মাঠ, খেলাধুলা, ব্যায়াম ও শরীরচর্চার সাজসরঞ্জাম যোগাড় করার মতো টাকা-পয়সা এ দেশের এক-শতাংশ স্কুলেরও আছে কি না সন্দেহ।

মাধ্যমিক স্তর যারা পার হতে পারবে তারা হবে চৌকস অর্থাৎ অলরাউণ্ডার। ভাষা, সাহিত্য, বিজ্ঞান, বাণিজ্য সম্পর্কে জ্ঞানের অধিকারী সবল দেহধারী, খেলাধুলায় পারদর্শী এবং সমাজকল্যাণের কাজে আগ্রহী —এককথায় সবকিছু তাদেরকে হতে হবে। কিন্তু এ স্তর সন্তোষজনকভাবে পার হতে পারবে ক'জন? দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা, স্কুলগুলোর দশা এবং শিক্ষাদানের সময় এবং অপরিণত বয়সী শিক্ষার্থীদের শারীরিক ও মানসিক সামর্থ্যের বিষয় গভীরভাবে চিন্তা করলে কর্তৃপক্ষ বুঝতেন সকলকে সববিষয়ে চৌকস বানানোর এ প্রচেষ্টা 'বজ্র আঁটুনি ফস্কা গেরো'তে পরিণত হতে বাধ্য। নির্ধারিত, আকস্মিক ও সাপ্তাহিক ছুটি বাদ দিলে স্কুলের ক্লাস বছরে ক'দিন হতে পারে? তিনশ' পয়ষট্টি দিনের মধ্যে বড় জোর একশ' পঞ্চাশ দিন। এই সময়ের মধ্যে এতগুলো বিষয় পড়িয়ে শেষ করা কি সম্ভব? ঘর আছে তো দরজা-ছাদ নেই, চেয়ার টেবিল, বেঞ্চ এবং শিক্ষাদানের উপকরণের অভাব—স্কুলের এধরনের দৈন্যদশার খবর প্রায় প্রতিদিনই পত্রিকায় বের হয়। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর এহেন দৈন্যদশায় ছাত্র-ছাত্রীরা শিখবে কোথায়? বাড়ীতে বাপ-মায়ের কাছে না গৃহশিক্ষকের কাছ থেকে? যে দেশে শিক্ষিতের হার বিশ শতাংশের উপরে নয়, সে দেশে ক'জন বাপ মা তাঁদের ছেলেমেয়েদের বিভিন্ন বিষয় পড়ানোর মতো শিক্ষাগত যোগ্যতার অধিকারী সেটাও ভেবে দেখতে হয়। এ অবস্থায় গৃহ শিক্ষকই একমাত্র ভরসা। একজন গৃহশিক্ষক দিয়ে স্কুলের সব পাঠ্যবিষয় পড়ানো সম্ভব নয়। দরকার তিন৷চারজনের। এজন্য মাসিক খরচ হাজার টাকার উপরে। ধনী পরিবার ছাড়া আর কারো পক্ষে এত খরচ করে ছেলে-মেয়েদের লেখাপড়া শিখানো সম্ভব নয়।

সুতরাং ফল কি দাঁড়াবে? ফেলের হার বাড়বে, প্রবেশিকা অর্থাৎ মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট পরীক্ষায় পাস করার আগেই বেশীরভাগ শিক্ষার্থীর বিদ্যাশিক্ষার আশা ছেড়ে দিয়ে ভবিষ্যতের ভাবনা ভাবতে হবে। মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্তদের চিন্তা এখানেই। তাদের সন্তান-সন্ততিদের উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায় অবধি পৌঁছানোর পথও তো রুদ্ধ করতে চলেছে নতুন পাঠ্যসূচী। কর্তৃপক্ষ কিভাবে এমন পাঠ্যসূচী চালু করলেন তা তাঁরাই জানেন। শিক্ষা কমিশন, কারিকুলাম কমিটি কি এমনি ধরনের ব্যবস্থাপত্র দিয়েছে? ঔপনিবেশিক আমলের কেরানী-আমলা তৈরীর শিক্ষানীতি বদলের প্রয়োজন অবশ্যই আছে। কিন্তু এমন বদল তো সর্বনাশা। অপুষ্টজনকে পুষ্টিকর খাদ্য ক্রমে ক্রমে সীমিত মাত্রায় খাওয়ালে তার সবল হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। কিন্তু এক সাথে সব ভিটামিনযুক্ত নানা জাতের খাদ্য তার পেটে ভরা হলে ঐ ব্যক্তির অবস্থা কি হতে পারে তা সহজেই অনুমেয়। কর্তৃপক্ষ কি পারতেন না এই চিন্তা মাথায় নিয়ে বাস্তবানুগ ব্যবস্থা নিতে? প্রাথমিক পর্যায়ে কেবলমাত্র মাতৃভাষায় লিখন-পঠন, সামান্য অংক এবং ইতিহাস-ভূগোল সম্পর্কে কিছু ধারণা সৃষ্টি এবং প্রবেশিকা অর্থাৎ স্কুল পর্যায়ের চূড়ান্ত পরীক্ষার পাঠ্যসূচীকে পাঁচটি আবশ্যিক বিষয়, দু'টি ঐচ্ছিক এবং একটি অতিরিক্ত বিষয়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখলে কোন ক্ষতি ছিল না। বিজ্ঞান, অর্থনীতি, তৃতীয় ভাষা, বাণিজ্যিক বিষয়াদিকে ঐচ্ছিক বা অতিরিক্ত বিষয় করে দিলে জটিলতা দেখা দিত না। যার যেদিকে ঝোঁক সে সেই সব বিষয় বেছে নিয়ে সহজে পরীক্ষায় [illegible]